দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 11 DEC 2002
পৃঃ ১৫ কলাম ৭

পটুয়াখালী সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজটি নানা সমস্যার কারণে তার ঐতিহ্য হারাতে বসেছে

মোঃ জাকির হোসেন ॥ সাগরপাড়ের নদীমাতৃক জেলা পটুয়াখালীর ঐতিহ্যবাহী সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজটি দেশের ৩০টি 'এ গ্রেডের' কলেজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও নানা সমস্যার কারণে তার দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য হারাতে বসেছে। এই প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক, শ্রেণীকক্ষ, ছাত্রাবাস, ছাত্রীনিবাস, শিক্ষকদের বাসভবন, যানবাহনসহ একাধিক সমস্যা। অবস্থাটা এমন এক পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে, ঐতিহ্যবাহী এই পটুয়াখালী সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজটি এখন চলছে কোনরকম জোড়াতালি দিয়ে। স্থানীয় দানশীল ব্যক্তিদের সহায়তায় ১৯৫৭ সালে পটুয়াখালী কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭০ সালে কলেজটি জাতীয়করণ করা হয় এবং ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে কলেজটিতে ১৬টি বিষয়ে অনার্স এবং তন্মধ্যে ইংরেজী ও পদার্থবিদ্যা ব্যতীত বাকি ১৪টি বিষয়ে মাস্টার্স কোর্স প্রবর্তন করা হয়। এনাম কমিটির স্টাপিং প্যাটার্ন অনুসারে এ কলেজটিতে ১৯২টি শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করার কথা থাকলেও পদ সৃষ্টি করা আছে মাত্র ৮০টি। ঐ ৮০টি পদের মধ্যে আবার ৩০টি পদে শিক্ষক নেই দীর্ঘদিন ধরে। কলেজে বর্তমানে ৬টি বিভাগ চলছে ২ জন করে শিক্ষক দিয়ে। বিভাগগুলি হচ্ছে ইংরেজী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন, ইসলামী শিক্ষা, ব্যবস্থাপনা ও প্রাণিবিদ্যা বিভাগ। কোন বিষয়েই কোন ডেমোনেস্ট্রেটর নেই। এছাড়াও ক্রীড়া শিক্ষক ও গ্রন্থাগারিকের পদ শূন্য রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে।

কলেজের পুরনো ৫টি ভবনই ঝুঁকিপূর্ণ। এর মধ্যে ১৯৯২ সালে প্রশাসনিক ভবন ছাড়া অপর ৩টি ভবন পরিত্যক্ত হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। পরিত্যক্ত ঘোষণা হওয়া সত্ত্বেও বিকল্প ব্যবস্থা না থাকায় বিজ্ঞান ভবনে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও মালামাল সংরক্ষণসহ শ্রেণী কার্যক্রম চলছে। কলা ও বাণিজ্য ভবনের নির্মাণ কাজ ধীরগতিতে হওয়ায় আজ পর্যন্ত বাণিজ্য অনুষদের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগটি পরিত্যক্ত ঘোষিত ঐ ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে চলছে। গ্রন্থাগার ভবনটিও পরিত্যক্ত ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও কাজ চালানো হচ্ছে সেখানে। যে কোন মুহূর্তে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। কলেজে নেই প্রিন্সিপাল ও ভাইস প্রিন্সিপালের বাসভবনসহ শিক্ষকদের জন্য ডরমিটরী। কলেজে ছাত্রদের থাকার জন্য নেই কোন ভাল ছাত্রাবাস। বহু পুরানো ২টি ছাত্রাবাস রয়েছে যা বসবাসের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। অবিলম্বে ২টি বহুতল বিশিষ্ট ছাত্রাবাস নির্মাণ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ছাত্রীদের আবাসন সমস্যা সমাধানের জন্য একটি দ্বিতল ছাত্রী নিবাস থাকলেও সেখানে মাত্র ৮৪ জন ছাত্রীর সিট রয়েছে। বর্তমানে সেখানে ২০০-এর অধিক ছাত্রী বসবাস করছে। অবিলম্বে ছাত্রী নিবাসটির তৃতীয় ও চতুর্থ তলা নির্মাণ করা একান্ত প্রয়োজন। দূর-দূরান্ত থেকে প্রতিদিন বহু ছাত্র কষ্ট করে পায়ে হেঁটে কলেজে আসা-যাওয়া করে। কলেজে অবিলম্বে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের যাতায়াত সুবিধার জন্য ২টি বাস ও ১টি মাইক্রোবাস প্রয়োজন। কলেজে নেই কোন ছাত্র সংসদ ভবন, ছাত্র মিলনায়তন, ছাত্রী মিলনায়তন ও ক্যান্টিন। ক্যাম্পাসে একটি অতিথি ভবন থাকলেও সেটি বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে।